পবিত্র আত্মার দান সমূহ

হ্যারী হুইটেকার

এই পুস্তিকার সমস্ত শাস্ত্রীয় উদ্ধৃতি নেওয়া হয়েছে,
ভারতের বাইবেল সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত পবিত্র বাইবেল থেকে ।

সমস্যা ঃ

সাম্প্রতিক বছর গুলোতে অদ্ভুত এক পূনঃ জাগরণ ঘটেছে, যাকে পঞ্চাশত্তমীর মন্ডলী অথবা আফ্রিকায় এবং অন্যান্য দেশ গুলোতে যা আত্মিক মন্ডলী বলে পরিচিত। বৈচিত্রপূর্ণ এসব মন্ডলী গুলির বর্ণনা বিভিন্ন নামে হলেও এদের একটি প্রধান সাধারণ মতবাদ আছে । তারা দাবী করে, পঞ্চাশত্তমীর দিনে প্রভু যীশু তার শিষ্যদের যে পবিত্র আত্মার দানগুলো দিয়েছিলেন (প্রেরিত ২ অধ্যায়) সেগুলো আজকের দিনের সত্য বিশ্বাসীদের জন্যও সহজলভ্য ও আনন্দদায়ক। তারা মনে করে পবিত্র আত্মার এই দান গুলো খ্রীষ্টের কাজের জন্য ঈশ্বর থেকে বিশেষ আর্শীবাদ।

তাদের এই দাবী মৃদুভাবে বা সন্দেহপূর্ণ ভাবে নয়, কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে যে অলৌকিক ও অতি মানবীয় ক্ষমতার অনুশীলন, পিতর, পৌল ও অন্যান্যরা করেছিল, তার উত্তরাধিকার আজকের ঐসকল সত্য মন্ডলী গুলো । তাই আপনি হয়তো আমন্ত্রিত হতে পারেন কারও পর ভাষা শোনার জন্য। হয়তো কদাচিৎ স্বাক্ষী হতে পারেন হস্তার্পনের ফলে আশ্চর্য্যজনক ভাবে অসুস্থ ও খোঁড়া লোকের সুস্থ হয়ে যাওয়ার মধ্যেদিয়ে ।

আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে, এই জিনিস গুলো দেখা ও শোনার পর আপনার কাছ থেকে নিশ্চিত উপসংহার আশা করা হবে যে, এ গুলো পবিত্র আত্মার কাজ করার চিহ্ন । তাই যে সমস্ত লোকেরা এই রকম অসাধারণ ক্ষমতা দেখাবে তারা অবশ্যই আত্মিক বা সত্য মন্ডলীর সদস্য।

বাইবেলের শিক্ষা ঃ

এই পুস্তিকাটির উদ্দেশ্য হল, পঞ্চাশত্তমীর বা আত্মিক মন্ডলীর সম্বন্ধে সত্যিকার অর্থে বাইবেল কি বলে ? এই প্রশ্নটি পুনঃ পরীক্ষা করা এবং উপসংহারে আসা, যার সমস্ত বাইবেল ভিত্তিক কারণ আপনি এই পুস্তিকায় পাবেন। সেগুলি হল ঃ-

১। প্রাথমিক মন্ডলী গুলোকে সুসজ্জিত করা হয়েছিল পবিত্র আত্মার অসাধারণ শক্তি দিয়ে, খ্রীষ্টের এই বিশেষ দানটা ছিল নতুন (স্থাপিত) মন্ডলীর জন্য।

২। এই দান সমুহ (আরোগ্য দান ও অন্যান্য) ছিল প্রাথমিক মন্ডলীর জন্য, দানগুলি সব সময়ের জন্য ছিল না ।

৩। আজকের দিনে কেউ যদি দাবী করে যে, সে পবিত্র আত্মার দান গুলির অনুশীলন করে, তবে তা বাতিল করা উচিৎ ।

লক্ষ্যনীয় উদাহরণ ঃ

প্রথমে যদি আমরা বাইবেলের ইতিহাসের দিকে তাকাই তবে দেখব কিভাবে, বিশেষ বিশেষ সময়ে পবিত্র আত্মার শক্তি মানুষকে দেওয়া হয়েছিল ঈশ্বরের বিশেষ কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য ।

এখানে পুরাতন নিয়মের তিনটি উদাহরণ দেওয়া হল ঃ-

১। যদিও মানুষ জন্মগত ভাবে স্বাভাবিক চালাকি ও শঠতা পেয়েছে তথাপি ঈশ্বর ইস্রায়েলের মধ্যে দিয়ে তাঁর আবাসের পরিকল্পনার জন্য যিহুদা বংশের "বৎসলেলকে" বিশেষ ক্ষমতা দিলেন । "আর আমি তাহাকে ঈশ্বরের আত্মায়- জ্ঞানে, বুদ্ধিতে, বিদ্যায় ও সর্বপ্রকার শিল্প-কৌশলে - পরিপূর্ণ করিলাম; যাহাতে সে কৌশলের কার্য কল্পনা করিতে পারে, স্বর্ণ, রৌপ্য ও পিত্তলের কার্য করিতে পারে, খচনার্থক মণি কাটিতে, কাষ্ঠ খুদিতে ও সর্বপ্রকার শিল্পকার্য করিতে পারে" (যাত্রা ৩১ঃ৩-৫) ।

২। একই ভাবে ঈশ্বর তার আত্মার সাহায্যে সাধারণ মানুষকে অসাধারণ জ্ঞান দিয়েছিলেন শাসন কাজ চালানেরা জন্য । "সদাপ্রভুর আত্মা তাঁহার উপরে আসিলেন, আর তিনি ইস্রায়েলের বিচার করিতে লাগিলেন" (বিচারকর্তৃগণ ৩ঃ১০ প্রথমাংশে) এবং ভীতু মানুষকে সাহস দেওয়ার জন্য - "কিন্তু সদাপ্রভুর আত্মা গিদিয়োনে আবেশ করিলেন, ও তিনি তূরি বাজাইলেন, আর অবীয়েষ্রীয়েরা তাঁহার পশ্চাতে সমাগত হইল" (বিচারকর্তৃগণ ৬ঃ৩৪) ।

৩। বাইবেল কোন মানুষের ইচ্ছায় লেখা হয়নি কিন্তু পবিত্র আত্মার নির্দেশনায় ও নিয়ন্ত্রণে লেখা হয়েছিল। ঈশ্বর ঐ সমস্ত মানুষের মনকে নির্দেশ দিয়েছিলেন তাই তাদের লেখা ব্যাপক এবং অন্য সবার লেখার চেয়ে উৎকৃষ্ট ছিল। পিতর পুরাতন নিয়মের ভাববাদীদের উলেখ করেছিলেন, যখন তিনি মন্ডলীর কাছে চিঠি লিখেছিলেন। "কারণ ভাববাণী কখনও মনুষ্যের ইচ্ছাক্রমে উপনীত হয় নাই, কিন্তু মনুষ্যেরা পবিত্র আত্মা দ্বারা চালিত হইয়া ঈশ্বর হইতে যাহা পাইয়াছেন, তাহাই বলিয়াছেন।" (২য় পিতর ১ঃ২১) ।

একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে দায়ুদের লেখা ১১০ঃ১ গীত যা ছিল খ্রীষ্টের সম্পর্কে এক ভাববাণী দায়ূদ নিজেই তো পবিত্র আত্মার আবেশে এই কথা কহিয়াছেন, "প্রভু আমার প্রভুকে কহিলেন, তুমি আমার দক্ষিণে বস, যাবৎ তোমার শত্রুগণকে তোমার পদতলে না রাখি" (মার্ক ১২ঃ৩৬)।

নতুন নিয়ম থেকে উদাহরণ ঃ

১। নতুন নিয়মের পবিত্র আত্মার কাজের লক্ষ্যনীয় উদাহরণ দেখা যায় প্রভু যীশুর জন্ম ও তার জীবনের মধ্যেদিয়ে, "দূত উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, পবিত্র আত্মা তোমার উপরে আসিবেন, এবং পরাৎপরের

শক্তি তোমার উপরে ছায়া করিবে; এই কারণ যে পবিত্র সন্তান জন্মিবেন, তাঁহাকে ঈশ্বরের পুত্র বলা যাইবে" (লূক ১ঃ৩৫) ।

২। তাঁর বাপ্তিস্মের সময় "যীশু দেখিলেন ঈশ্বরের আত্মা কবুতরের মত নেমে এল এবং তাঁর উপর বসল" (মথি ৩ঃ১৬) । সেটা ছিল স্বর্গীয় শক্তির সেচন বা ঢেলে দেওয়া যার সম্পর্কে যীশু সেই মুহূর্ত পযর্ন্ত জানতেন না । "তখন যীশু, দিয়াবল দ্বারা পরীক্ষিত হইবার জন্য, আত্মা দ্বারা প্রান্তরে নীত হইলেন।" (মথি ৪ঃ১)।

যীশুর প্রথম পরীক্ষাটি ছিল এই ঃ

"যদি তুমি ঈশ্বরের পুত্র হও তবে এই পাথর গুলোকে রুটি হয়ে যেতে বল" - এই পরীক্ষাটি সম্ভব হয়েছিল, কারণ পবিত্র আত্মার শক্তির দানটি পিতার কাছ থেকে প্রেরিত, মানে - যীশু তাঁর পিতার আদেশে অতি মানবীয় ক্ষমতার অধিকারী হলেন। যার বলে যীশু প্রমান করতে সমর্থ যে তিনি অতি মানবীয় ক্ষমতার অধিকারী।

৩। যীশুর প্রেরিতেরা এই পবিত্র আত্মার শক্তিতে পরিপূর্ণ হয়েছিল । এক সময়ে প্রভু তার বারজন শিষ্যকে দুজন দুজন করে প্রচারের জন্য পাঠালেন এবং বলেছিলেন "আর তোমরা যাইতে যাইতে এই কথা প্রচার কর, 'স্বর্গরাজ্য সন্নিকট হইল'। পীড়িতদিগকে সুস্থ করিও, মৃতদিগকে উত্থাপন করিও, কুষ্ঠীদিগকে শুচি করিও, ভূতদিগকে ছাড়াইও..." (মথি ১০:৭,৮)।

৪। একই ভাবে ৭০ জন সাহায্যকারী পাঠানো হয়েছিল যারা একই ধরণের কাজ করেছিল । "প্রভু, আপনার নামে ভূতগণও আমাদের বশীভূত হয়" (তারা বলেছিল তাদের কার্য্য শেষ হওয়ার পরে) (লূক ১০ঃ১৭) ।

এটা গুরুত্বপূর্ণ যে, পবিত্র আত্মার শক্তির এই সমস্ত উদাহরণ গুলো মন্ডলীর জীবনে ধারাবাহিক কোন সাধারণ ঘটনা ছিল না । সব সময় এর জন্য বিশেষ কাজ ও উপলক্ষ্য ছিল।

প্রাচীন বা প্রাথমিক মন্ডলীর কাছে প্রতিজ্ঞা ঃ

যীশু শত্রুদের হাতে বন্দী হওয়ার আগে তাঁর শিষ্যদের কাছে পূনঃ প্রতিজ্ঞা করে বলেছিলেন যে, তাঁকে তাদের মধ্যে থেকে উঠিয়ে নেবার পর বিশেষ স্বর্গীয় ক্ষমতা তাদের সাহায্য করবে বা চালাবে । "কিন্তু সেই সহায়, পবিত্র আত্মা, যাঁহাকে পিতা আমার নামে পাঠাইয়া দিবেন, তিনি সকল বিষয়ে তোমাদিগকে শিক্ষা দিবেন, এবং আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা বলিয়াছি, সেই সকল স্মরণ করাইয়া দিবেন।" (যোহন ১৪ঃ২৬)

এই কথাগুলো বিশেষ ভাবে মুল্যবান কারণ এগুলো আমাদের দৃঢ় নিশ্চয়তা দেয় যে, প্রতিটি সুসমাচার পুস্তক নির্ভূল ও নির্ভরযোগ্য লেখা; যা আমাদের প্রভু বলেছিলেন তা-ই । যারা এগুলো লিখেছিলেন তাদের বিশেষ দান ছিল, সম্পূর্ণ স্মরণ করার শক্তি ও খ্রীষ্ট সম্পর্কে বোঝার ভাল ক্ষমতা ছিল, তারা পুরাতন নিয়মের ভাববাদী বা লেখকদের মত 'পবিত্র আত্মা' দ্বারা চালিত হয়েছিল ।

পঞ্চাশত্তমী ঃ

যীশু তাঁর প্রতিজ্ঞা রেখেছিলেন । পঞ্চাশত্তমীর দিনে প্রচন্ড শব্দ সহকারে ও আগুনের জিহবা আকারে শিষ্যদের পবিত্র আত্মা দেওয়া হয়েছিল (প্রেরিত ২ঃ২-৩)।

ঐ দিন থেকে পবিত্র আত্মার শক্তি যীশুর অনুসারীদের মধ্যে অনেক আকর্ষণীয় শক্তিতে দেখা দিয়েছিল । তারা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলতো এবং এমন ভাবে প্রচার করতো যাতে মানুষ অনুতপ্ত হয়, তারা প্রাচীন শাস্ত্রের নির্ভূল অনুবাদ করতো এবং খ্রীষ্ট যেভাবে আরোগ্য বা রোগ নিরাময় করতেন তারাও সেই ভাবে করে খ্রীষ্টকে গৌরবান্বিত করতো ।

এতে আশ্চর্য্য হওয়ার কিছু নেই, যদি লোকেরা প্রেরিতদের কার্য্য বিবরণীকে বা কার্য্যাবলীকে 'পবিত্র আত্মার সুসমাচার' বলে । নতুন নিয়ম আমাদের এটাই দেখায় যে, এই শক্তি ছিল শুধু শিষ্যদের জন্যে, অন্যদের জন্য নয়। বৃদ্ধি প্রাপ্ত মন্ডলীর অন্য সদস্যরাও এই উপচে পড়া উত্তম আর্শীবাদের ভাগী হয়েছিল ।

বিভিন্ন ধরণের দান সমূহ ঃ

পবিত্র শাস্ত্র (১ম করিন্থীয় ১২ঃ৭-১০, ২৭-৩০) আমাদের পবিত্র আত্মার দানের একটা সুদীর্ঘ তালিকা দেয়। এখানে প্রত্যেকটি দান সম্পর্কে এক বা একাধিক মন্তব্য বা ব্যাখ্যা দেওয়া হল ।

1) **প্রেরিত ঃ** যীশুর বারজন শিষ্য ছাড়া মন্ডলীর বিশেষ দূত এই উপাধি বহন করতো (উদাহরণ স্বরূপ ফিলিপীয় ২ঃ২৫, এবং ২য় করিন্থীয় ৮ঃ২৩) ।

2) **ভাববাদী ঃ** কিছু লোক অনুপ্রানিত হয়ে আগামী ঘটনার ভাববাণী বা ভবিষ্যত বানী করত (উদাহরণ প্রেরিত ১১ঃ২৮), কিন্তু ভবিষ্যত বানীর আসল অর্থ হল - ঈশ্বরের বাক্যকে তুলে ধরা । তাই প্রচার ও প্রশংসা হল ভাববাণীর একটি অনন্য দৃষ্টান্ত (১ম করিন্থীয় ১৫ঃ৩-৪) ।

3) **শিক্ষক ঃ** এরা হল প্রশিক্ষক বা নির্দেশক যারা বাপ্তিস্মের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে তাদের এবং এমন কি এতে সন্দেহ নেই যে, যারা বাপ্তিস্ম নিয়েছে তাদেরও প্রশিক্ষক বা নির্দেশক।

4) **আশ্চর্য্য কাজ সম্পাদনকারী ঃ** এই দান সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না তবে আরোগ্য দানের ক্ষমতা থেকে এটাকে আলাদা ও স্বতন্ত্র দান হিসাবে উলেখ করা হয়েছে।

5) **আরোগ্য দান ঃ** এটা নিজেই নিজেকে ব্যাখ্যা করে, পিতর একটি পঙ্গু মানুষকে (প্রেরিত ৩ অধ্যায়) আশ্চর্য্যভাবে সুস্থ করলো - এর ভাল উদাহরণ।

6) **বুদ্ধি (অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞান) ঃ** মন্ডলীর সুষম বৃদ্ধির জন্য।

7) **জ্ঞান ঃ** বিজ্ঞানের জ্ঞান অথবা অংক শাস্ত্রের জ্ঞান নয়। কিন্তু স্বর্গীয় জ্ঞান যা সে সময়ে লোকদের শাস্ত্র শিক্ষা দিত কারণ বাইবেল তখন পুর্নাঙ্গ ছিল না।

8) **বিশ্বাস ঃ** সম্ভবত এই দানটা ছিল কিছু বিশ্বাসীদের জন্য; যারা নিজের শক্তিতে কিছু করার আশা করতে পারত না, এমন কাজ করার ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য তাদের সাহায্য করত- মারাত্মক পরিস্থিতিতে প্রচার ভ্রমন করা, নিজের সম্পত্তি বিক্রি করে সমস্ত টাকা গরীব ভাই বোনদের মাঝে বিলিয়ে দেওয়া এবং আরও অনেক কিছু।

9) **বিভিন্ন আত্মা চেনার ক্ষমতা ঃ** এই দানটা ছিল ভন্ড লোকদের বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত এবং প্রয়োজনীয় রক্ষামুলক ব্যবস্থা। যখন কেউ পবিত্র আত্মার শক্তিতে কথা বলা দাবী করত তখন এই আত্মা বা শক্তির ক্ষমতা থাকত এই দাবীর সত্য অথবা মিথ্যা যাচাই করার। কোন মন্ডলী যখন কোন প্রেরিত বা প্রচারকদের চিঠি পেত তখন

কিছু ভাই এই দানের মাধ্যমে ঘোষনা করত যে, এই চিঠিটি সত্যিই পবিত্র আত্মার আবেশে লেখা হয়েছিল কিনা।

10) **পর ভাষায় কথা বলা ঃ** এই দানটা যে আসলে কি সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া খুব কঠিন। এটা হতে পারে বিদেশী ভাষায় কথা বলার আক্ষরিক অতিমানবীয় ক্ষমতা অথবা হতে পারে পরিচিত ভাষার উদ্যোমী উচ্চারণ এমনকি হতে পারে প্রাচীন ইব্রীয় ভাষার সংগীত ও প্রার্থনার অনুপ্রানিত পুনরাবৃত্তি। বিষয়টি পূর্নাঙ্গভাবে জানার জন্য এর সম্পর্কে ব্যাপক অধ্যয়ণ করা প্রয়োজন। কিন্তু অবশ্যই 'পর ভাষা' ছিল দান গুলোর মধ্যে কম উপকারী।

11) **পর ভাষার অনুবাদ ঃ** এই দান এবং পর ভাষায় কথা বলা হল তালিকার সবচেয়ে শেষে। পর ভাষা না বোঝা গেলে বা সঠিক অনুবাদ ছাড়া সত্যিকারে এটি কোন কাজে লাগে না। কয়েক জনকে এই দানটা দেওয়া হয়েছিল কিন্তু পৌল আদেশ করেছিলেন যে, অনুবাদ করার মত যদি কেউ না থাকে, তবে অবশ্যই সেখানে কোন পর ভাষায় কথা বলা ঠিক না। তখন ঐ দানটি অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ করতে হবে (২য় করিন্থীয় ১৪:২৭-২৮)।

বর্তমানে পবিত্র আত্মার দান সমূহ ঃ

প্রায়ই প্রশ্ন আসে, বিশ্বাসীরা কি আজকেও পঞ্চাশত্তমীর ঐ দান গুলো দিয়ে আর্শীবাদ যুক্ত হতে পারে ? প্রায়ই যেসব পর ভাষায় কথা বলা অথবা সুস্থ করে দেওয়ার দানের দাবী করা হয় (যদিও খুব আশ্চর্য্যের বিষয় যে, অন্যান্য দান গুলোর দাবী খুব কম হয়) । এইটার সত্যতা কি? বাইবেল হল এর সঠিক নির্দেশক এবং এর সব গুলো প্রমান একই উপসংহারে আসে যে, ঐ দান গুলোর কাজ শেষ হবার পর সে গুলো তুলে নেওয়া হয়েছিল।

আদি বা প্রাথমিক মন্ডলী ও তার সমস্যা ঃ

এটা উপেক্ষা করা ঠিক না যে, কিছু প্রাথমিক বা আদি প্রচারকদের সুসমাচার প্রচার করার জন্য বিশেষ স্বর্গীয় সাহায্যের নিতান্তই প্রয়োজন ছিল । একটু চিন্তা করুন, কি রকম বাঁধা ও কঠিনতার মধ্যে তাদের লড়তে হয়েছিল। যে সমস্ত কাজ প্রভুযীশু তাদের জন্য রেখে গিয়েছিলেন সে গুলোর পরিচালনা ও অনুপ্রানিত করার জন্য ব্যক্তিগত ভাবে প্রভু তাদের সাথে ছিলেন না । তাছাড়া ঐ সমস্ত প্রচারকদের বিশেষ প্রভাব অথবা সুনামও ছিল না। কিন্তু ব্যতিক্রমী ছিলেন শুধু প্রেরিত পৌল - যাকে অন্ধকার থেকে নম্র মেষে পরিণত করা হয়েছিল । তাদের কারো নতুন নিয়মের অনুপ্রানিত জ্ঞান ছিল না, যা তাদের সামর্থ্যকে পরিচালনা দিত, কারণ ঐ সমস্ত দিনে বাইবেলের ঐ অংশটি লেখা হয়নি । তাদের কাজকে সমর্থন এবং উচ্চ পদের লোকদের উপর চাপ প্রয়োগ করার মত এমন কোন বড় প্রভাবশালীদের মতামত পাবার সুযোগ তাদের ছিল না । পরিবর্তে প্রথমে দৈনন্দিন জীবনে মন্ডলীর কাজের কোন ছক না করেই নতুন বিশ্বাসীরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল । কিন্তু অন্যদিকে সন্দেহ প্রবন রোমীয় রাজ্য শাসকেরা অনেক বিরোধিতা করতো এবং বিশেষ করে সুসংগঠিত শক্তিশালী চালাক এবং বিপক্ষ শয়তান ফরিশী এবং মন্দিরের লোকেরাও।

এই রকম বিরুদ্ধবাদের জোয়ারে সাঁতরানো এবং কঠিনতার মধ্যে ঐ সমস্ত নবীন শিষ্যরা কিভাবে তাদের উদ্দেশ্যকে সফল করতো ঈশ্বরের সত্যতা প্রকাশ করতে, যদি প্রভু যীশু তাদেরকে তার আত্মার দান দিয়ে সুসজ্জিত না করতেন ? এই ধরণের সাহায্য ছাড়া তারা কিভাবে প্রভুর কাজ সমাধান করতো ? যা ছিল মানুষ হিসেবে তাদের জন্য অতিরিক্ত, আগেই উলেখ্য করা হয়েছে (পৃষ্ঠা নং ৫) যে, অবস্থাটা ছিল বিশেষ এবং বিশেষ মানুষেরা একটা মহৎ কাজ করার জন্য সুসজ্জিত হয়েছিল । কিন্তু যখন খ্রীষ্টিয় সুসমাচার সঠিক ভাবে তার লক্ষ্যে যাত্রা শুরু করল এবং ভাল অগ্রগতি হতে থাকল তখন সেখানে দান গুলোর আর প্রয়োজন থাকল না । আমরা পরবর্তী কয়েক পৃষ্ঠায় বাইবেলের

সহজ সাধ্য কিছু প্রমান দেখব যা পবিত্র আত্মার দান সম্পর্কিত সমস্যা সমাধানের উপরোক্ত উপস্থাপনকে সাহায্য করবে।

পবিত্র আত্মা দেওয়া হয়েছিল শুধু মাত্র প্রেরিতদের মাধ্যমে ঃ

প্রেরিত পুস্তকে শমরীয় বিশ্বাসীদের মধ্যে কিভাবে পবিত্র আত্মা এসেছিল তার বর্ণনা এই প্রশ্নের জন্য খুবই উপকারী।

ফিলীপ প্রাথমিক প্রচারকদের একজন (কিন্তু প্রভুর প্রেরিত শিষ্য ফিলীপ নয়) । তার শমরীয় প্রচার মিশন ব্যাপক সফলতা লাভ করেছিল । এই সব শুনে যিরূশালেমের প্রেরিতেরা পিতর ও যোহনকে ফিলীপের প্রচার কাজকে দৃঢ় করতে এবং নতুন বিশ্বাসীদের মাথায় হাত রেখে বা হস্তার্পনের (আরও দ্রষ্টব্য দেখুন ১৮-১৯ নং পৃষ্ঠায়) মধ্যে দিয়ে পবিত্র আত্মার দান গুলো দেওয়ার জন্য পাঠিয়েছিল। এখানে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন কেন ফিলীপ নিজে এই কাজ করলেন না ? তার অবশ্যই পবিত্র আত্মার দান ছিল। কেন তিনি বিশ্বাসীদের এ গুলো দিলেন না ? কেন পিতর এবং যোহনের মধ্যে দিয়ে আত্মার দান দেওয়া প্রয়োজনীয় ছিল ? এর একটাই মাত্র ব্যাখ্যা হতে পারে যে, মাথায় হাত রেখে বা হস্তার্পনের মধ্যে দিয়ে পবিত্র আত্মার দান দেওয়ার ক্ষমতা প্রভু শুধু তার প্রেরিত শিষ্যদের দিয়েছিলেন, অন্য কাউকে নয় ।

প্রেরিতদের বিশেষত্ব ঃ

শিমোনের এই গল্পের উপসংহারে নিশ্চিত হবে যে, সে টাকা তৈরী ও প্রভাব বিস্তারের একটি বড় সুযোগ এখানে দেখেছিল । সে প্রেরিতদের কাছে এসে অনেক টাকা দিতে চাইল, শুধু যদি তারা তাকে এই ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দেয়।

"আর শিমোন যখন দেখিল, প্রেরিতদের হস্তার্পণ দ্বারা পবিত্র আত্মা দত্ত হইতেছেন, তখন সে তাঁহাদের নিকটে টাকা আনিয়া কহিল, আমাকেও এই ক্ষমতা দিউন, যেন আমি যাহার উপরে হস্তার্পণ করিব, সে পবিত্র আত্মা পায়" (প্রেরিত ৮ঃ১৮-১৯) ।

শিমোন পবিত্র আত্মা কিনতে চেয়েছিল না, কিন্তু সেই ক্ষমতা কিনতে চেয়েছিল যার মাধ্যমে অন্যদেরকে পবিত্র আত্মার আশ্চর্য্য দান গুলো দিতে পারে । সে এটাকে একটা ভাল বিনিয়োগ হিসাবে দেখেছিল । কিন্তু সে এর মধ্যে ফিলীপকে আশ্চর্য্য কাজ করতে দেখেছিল (প্রেরিত ৮ঃ৬-৭) কিন্তু কেন তিনি তার বানিজ্যিক প্রস্তাব নিয়ে ফিলীপের কাছে গেলেন না ? এর একমাত্র সম্ভাব্য উত্তর হল-তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, একমাত্র ১২ জন শিষ্য ছাড়া অন্যদের পবিত্র আত্মা দেওয়ার ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব অন্য কাউকে দেওয়া হয়নি (১৯ নং পৃষ্ঠায়: অ-ইহুদীদের কাছে প্রেরিত পৌলের ও এই ক্ষমতা ছিল)।

মাত্র দুই প্রজন্মের জন্য ঃ

যখন বার জন শিষ্য গত হয়ে গেল, তারপর থেকে এই দান অন্যদেরকে দেওয়ার ক্ষমতা আর কারও থাকল না। প্রেরিত বা শিষ্যদের পরের প্রজন্ম শুধু মন্ডলীর মধ্যে এই ধরণের দানের উপস্থিতি টের পেয়েছিল । তাদের বিলুপ্ত হতে হয়েছিল । প্রাথমিক মন্ডলীর লেখকদের স্বাক্ষ্য এই উপসংহারে নিশ্চিত করে । প্রথম বিশ্বাসীদের দুই অথবা তিন প্রজন্ম পবিত্র আত্মার এই অসাধারণ ক্ষমতার দান বহন করেছিল, পরে আর এগুলো ছিল না ।

দান গুলো চলে যায় ঃ

এটা প্রেরিত পৌলের স্বাক্ষ্য । ১ম করিন্থীয় ১৩ অধ্যায়ের প্রথম কয়েক পদে আত্মার দান; আরোগ্য দানের ক্ষমতা, বুদ্ধি বা জ্ঞান, পর ভাষায় কথা বলা এবং অন্যান্য বিষয়ে তিনি পরিষ্কার ভাবে ঘোষনা দিয়েছিলেন, "কিন্তু যদি ভাববাণী

থাকে, তাহার লোপ হইবে; যদি বিশেষ বিশেষ ভাষা থাকে, সেই সকল শেষ হইবে; যদি জ্ঞান থাকে, তাহার লোপ হইবে" (১ম করিন্থীয় ১৩ঃ৮) ।

প্রেরিতদের এ অনুপ্রানিত উচ্চারণ ছিল চুড়ান্ত নিশ্চিত । আত্মার এই অতিমানবীয় দানগুলো শুধুমাত্র একটা সময়ের জন্য মন্ডলীতে দেওয়া হয়েছিল ; যে পযর্ন্ত না নতুন বিশ্বাসীরা তাদের বিশ্বাসে দৃঢ় হয় এবং সুন্দর একটা খ্রীষ্টিয় বিশ্বাস ও জীবন ধারায় দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত না হয় । আজকের সম্পূর্ণ বাইবেলটি ঐ উদ্দেশ্যের জন্যই প্রয়োজনীয়। (আগে বলা হয়েছে যে, প্রেরিতদের সময়ে নতুন নিয়ম ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল । যখন প্রেরিতেরা মারা গেল তখন কিছু সংখ্যক মন্ডলীর কাছে সম্পূর্ণ নতুন নিয়মের অনুলিপি গুলি থেকে গেল।)

আত্মার সেচন ঃ

পূর্বের ১০ পৃষ্ঠার শিরোনামে "পবিত্র আত্মা দেওয়া হয়েছিল শুধু মাত্র প্রেরিতদের মাধ্যমে" আলোচনায় ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল যে, শিষ্যদের ছাড়া এই ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব কাউকে দেওয়া হয়নি। কিন্তু অবশ্যই সরাসরি স্বর্গ থেকে এই আত্মা সেচনের আর একটি উপায় ছিল । এটা ছিল নিতান্তই ব্যতিক্রমী । এ ধরণের মাত্র চারটি উদাহরণ উলেখ আছে ঃ-

১। আমাদের প্রভু তাঁর বাপ্তিস্মের সময় (মথি ৩ঃ১৬)

২। পঞ্চাশত্তমীর দিনে (প্রেরিত ২ঃ১ -৪)

৩। ভ্রাতৃগনের ধন্যবাদের সভায় (প্রেরিত ৪ ঃ৩১)

৪। অ-ইহুদী কর্ণেলিয়াসের পরিবারে (প্রেরিত ১০ঃ৪৪)

সুতরাং আজকে যদি কেউ দাবী করে যে, সে পবিত্র আত্মার দান পেয়েছে, তাহলে সে হয়তো সরাসরি পেয়েছে, নয়তো প্রেরিতদের হস্তার্পনের মধ্যেদিয়ে পেয়েছে। দুটির মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে ব্যতিক্রম ধরণের, এমন কি নতুন নিয়মের সময়েও এটি ব্যতিক্রম ছিল। দ্বিতীয়টি এখন আর সম্ভব নয়। যারা আজকে এই ক্ষমতা পেয়েছে বলে দাবী করে সমস্যা তাদেরই মধ্যে । কিভাবে তারা আত্মা পাওয়ার কথা দাবী করে ?

সব সময়ই ক্ষনস্থায়ী ঃ

এটা বিশেষ লক্ষ্যনীয় যে, আগের সব উপলক্ষ্য বা ঘটনা গুলিতে যখন ঈশ্বর তার আত্মা মানুষের উপর ঢেলে দিয়েছিলেন, তা ছিল একটা সময় ও বিশেষ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য। মোশির সত্তরটি আত্মা ইস্রায়েলের প্রাচীনদের আর্শীবাদ করেছিল তার কাজে সাহায্য করার জন্য (গণনাপুস্তক ১১ঃ২৪-৩০)। কিন্তু কেন তার উত্তরসুরী যিহোশুয়কে নয়। শৌল, শমুয়েল দ্বারা অভিষিক্ত ও ভাববাণী প্রাপ্ত হল (১ম শমূয়েল ১০ঃ৯-১৩)। কিন্তু পরে ঐ আত্মার পরিবর্তে তাকে একটি মন্দ আত্মা দেওয়া হল (১৬ঃ১৪)। পরিচর্য্যার কোন এক সময় যীশু তাঁর শিষ্যদের বাইরে প্রচার করতে পাঠিয়েছিলেন আত্মার শক্তি দিয়ে (মার্ক ৬ঃ৭ ,১৩)। কিন্তু কিছু দিন পরে নয় জন শিষ্য মিলে খিচুঁনী রোগগ্রস্থ একজন ছেলেকে সুস্থ করতে পারেনি (মার্ক ৯ঃ১৭-১৮, ২৮-২৯) ।

শেষের দিন গুলোতে ঃ

এটা ঠিক যে বাইবেলের কয়েক জায়গায় ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, শেষের দিন গুলোতে পবিত্র আত্মার পুনর্জীবিত করবেন, কিন্তু শাস্ত্রের পদগুলোর প্রায়ই ভুল ব্যবহার ও প্রয়োগ হয় । ''আর তৎপরে এইরূপ ঘটিবে, আমি মর্ত্ত্যমাত্রের উপরে আমার আত্মা সেচন করিব, তাহাতে তোমাদের পুত্রকন্যাগণ ভাববাণী বলিবে তোমাদের প্রাচীনেরা স্বপ্ন দেখিবে, তোমাদের যুবকেরা দর্শন পাইবে"(যোয়েল ২ঃ২৮)।

প্রেরিত পিতর পঞ্চাশত্তমীতে যিরুশালেমে তার সময়কার যিহুদীদের কাছে এই পদ গুলোর উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন (প্রেরিত ২ঃ১৭)। যদি মনে করা হয় যে, এই ভাববাণী পূরণ হওয়ার আরও সম্ভাবনা আছে তবে এটি শুরু হতে পারে

যিরুশালেমের বিশ্বাসী যিহুদীদের মধ্যে, যদিও যোয়েল ভাববাদী এই পদে বিশেষ ভাবে যিরুশালেমের শিয়োন পর্বতের উলেখ্য করেছিলেন (যোয়েল ২ঃ৩২), তারপর পবিত্র আত্মার দানের নির্দেশিত ছক অনুসারে প্রথম শতাব্দীর অ-যিহুদী বিশ্বাসীদের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছিল, তাই আধুনিক উদ্দীপনার আন্দোলনরতদের দাবী, এটা শুরু হবে যিরুশালেমের শিয়োন পর্ব্বত ছাড়া আর সব জায়গাতে। যেটা উপরোক্ত শাস্ত্রাংশের সাথে সন্দেহাতিতভাবে কোন মিল নেই।

আধুনিক দাবী সমূহ ঃ

"পবিত্র আত্মার দান সম্পর্কে" আধুনিক দাবী অনেক প্রশ্ন জাগিয়ে তোলে । কেন একজন লোক পবিত্র আত্মার দান যেমন পরভাষায় কথা বলা এবং সুস্থ করার কথা শোনে, কিন্তু কেন (লেখকের বর্তমান অভিজ্ঞতা) ভাববাণী বলার বা সত্যের আত্মা চেনা অথবা পৃথক করার চিহ্ন দেখা যায় না ? (৮ পৃষ্ঠায়, ৯ নং প্যারাগ্রাফে দেখুন)

এটা সত্য যে, সাপের কামড় ও এর বিষ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার পবিত্র আত্মার নিদর্শন বর্তমানে আছে । কিন্তু এগুলো দূর্যোগ কেটে যাওয়ার পরেই চলে যায় । এই রকম নিকৃষ্ট ব্যাখ্যার দাবী থেকে আমরা কি সিদ্ধান্ত নিতে পারি ?

পরিষ্কার প্রমানের অভাব ঃ

পুনশ্চঃ কেন এই সমস্ত আশ্চর্য কাজের দাবীর সাথে সব সময় স্নায়ুবিক অথবা মানবিক বিকার গ্রস্থতা অথবা আভ্যন্তরীণ শারিরীক সমস্যার সাথে জড়িত যা প্রথমে পরিষ্কার বোঝা যায় না ? উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে অস্বাভাবিক আভ্যন্তরীণ ব্যাথা হস্তার্পনের মাধ্যমেই মুহূর্তে চলে যাওয়া অথবা গিঁটবাত যুক্ত আঙ্গুল নড়াচড়া এবং মুঠো করতে পারা। এই ধরণের ঘটনায় নির্ভর করে রোগীর হঠাৎ "সুস্থ" হয়ে যাওয়ার ইচ্ছা কতটুকু কাজ করে ? এটা লক্ষ্যনীয় কখন একজন গিঁটবাতযুক্ত রোগী সুস্থ হয়, সব সময় এই রোগগুলি আবারও প্রকাশ পায় । অবশ্যই পবিত্র আত্মা সম্পূর্ণ ভাবে এবং চিরতরে সুস্থ/ভাল করতে পারে এবং কখন কেন তৎক্ষনাৎ ভাঙ্গা পা, বিকলাঙ্গ শিশুর বিকল অঙ্গ ভাল হয় না অথবা কেন ঘৃনিত কুষ্ঠ রোগীর এক মুহূর্তেই আরোগ্য চিরতরের জন্য মিলিয়ে যাবে না।

এই সমস্ত ক্ষেত্রে -

তাৎক্ষনিক 'পরভাষায়' অনুবাদ অনেক সময় দুটি অথবা বেশী থাকে যার একটি থেকে অন্যটি সম্পূর্ণ আলাদা, আত্মা চেনার ক্ষমতা প্রতারককে দেখিয়ে দেয় । এই সমস্ত ক্ষেত্রে রোগীর মনের অবস্থা তার শরীরের উপর লক্ষ্যনীয় প্রভাব ফেলে ।

আর স্বর্গীয় আরোগ্য দান নয়ঃ

এখানে এসে পাঠক হয়ত নিজেকে প্রশ্ন করবেন, "এর অর্থ কি, এই সময়ে স্বর্গীয় আরোগ্য বা সুস্থতা আর সম্ভব নয়? "এই ধরণের আর্শীবাদ" কি চিরতরের জন্য মিলিয়ে গেছে ?

এই প্রশ্ন গুলোর সহজ ও নিশ্চিত উত্তর হল ঈশ্বর প্রায়ই বিশ্বাস যুক্ত প্রার্থনার এবং নিবেদিত প্রানের কান্না শোনেন এবং (সব সময়) দয়ামুক্ত উত্তর দিয়ে থাকেন । দায়ূদ, ইয়োব, হিষ্কিয়, ইফাপ্রদিস তারা তাদের যন্ত্রনাদায়ক অসুস্থতা কোন ঈশ্বরের লোকের হস্তার্পনের মাধ্যম ছাড়াই সুস্থতা লাভ করেছিলেন । এই একই ধরণের সুস্থতা আজও সম্ভব । স্বর্গীয় পিতা তার সন্তানদের দুঃখের সময়ে তাদের প্রার্থনা নীচু হয়ে শোনেন ।

অধিকন্তু এর অর্থ এই না যে, আমরা যখনই ইচ্ছা করি এই ধরণের প্রার্থনার উত্তর ঈশ্বরের কাছ থেকে পাব। প্রেরিত পৌল তার অসুস্থতা ঈশ্বরের কাছে রেখেছিলেন যে-টি তাকে খুব যন্ত্রনা দিত যার নাম পৌল দিয়েছিলেন (২য় করিন্থীয় ১২ঃ৭-৮) "মাংসে কন্টক" এবং তিনি তিনবার প্রার্থনা করেছিলেন যন্ত্রনাটি তুলে নেবার জন্য কিন্তু উত্তরটা ছিল নিশ্চিত, "না"। ঈশ্বর আমাদের সর্বোত্তম ভাবে জানেন এবং এই ক্ষেত্রে রচনাংশের শেষে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, পৌলের জন্য তা ভাল ছিল ।

তখন এবং এখন ঃ

এটা আমাদের স্পষ্ট মনে রাখতে হবে যে, স্বর্গীয় আরোগ্যদান বা সুস্থ হওয়া যা প্রার্থনার ফল হিসাবে স্বর্গের ঈশ্বর থেকে আসে এবং ঈশ্বরের কোন ভক্ত দাসের পবিত্র আত্মার দানের অনুশীলনে সুস্থ হওয়া বা আরোগ্য লাভ সম্পূর্ণ আলাদা ।

উদাহরণের জন্য ধরে নিতে পারি পিতরের মন্দিরের দরজায় বা ফটকে (প্রেরিত ৩ঃ১-১০) দাঁড়ানো খঞ্জ লোকটিকে সুস্থ করার কথা । এক্ষেত্রে তেমন কোন অনিশ্চয়তা ছিল না যা আজকের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে যে, ঈশ্বর পিতরকে প্রার্থনার উত্তরে হঠাৎ সুস্থ করার ক্ষমতা দিয়েছিলেন । সুস্থ করার ক্ষমতা পিতরকে আগে থেকে দেওয়া হয়েছিল, তার প্রয়োগ করা বা না করা ছিল সম্পূর্ণ পিতরের হাতে । এখানে মন্দিরের ফটকে বা দরজায় খঞ্জকে দেখে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ছিল এবং সেই মুহূর্তে লোকটি সুস্থ হল, সে হাঁটছিল ও লাফ দিচ্ছিল যেন তার জীবনে আর কখনও হাঁটেনি বা লাফ দেয়নি ।

আজকে যারা পবিত্র আত্মার দানের আরোগ্যকারী বা সুস্থ করার ক্ষমতা আছে বলে দাবী করে তাদেরকে একই ফল দেখাতে হবে। কিন্তু তারা কি তা পারে ? আজকের পঞ্চাশত্তমী (আত্মিক মন্ডলীর) আরোগ্য দানকারীরা তাদের ক্ষমতা সক্রিয় করার জন্য সব সময় রোগীকে তাদের উপর বিশ্বাস করতে বলে । এটা পিতরের খঞ্জ লোককে সুস্থ করা অথবা দর্কার জীবন ফিরিয়ে দেওয়া (প্রেরিত ৯ঃ৩৬-৪১) অথবা ফিলীপীয়তে পৌলের উন্মাদ মেয়েকে সুস্থ করা (প্রেরিত ১৬ঃ১৬-১৮) অথবা উত্থুকের জীবন ফিরিয়ে আনা যে, ৩য় তলার জানালা থেকে মাটিতে পড়ে গিয়ে মারা গিয়েছিল (প্রেরিত ২০ঃ৯-১২) ।

অনেক দাবী ঃ

সর্বশেষ সমস্যা হল সেই সব মন্ডলী যারা পবিত্র আত্মার এই ক্ষমতার দাবী করে, কেন তারা একই ধরণের শিক্ষা যা বাইবেলের শিক্ষা নয় লোকদের মাঝে তুলে ধরে ? যদি সত্যিকার অর্থে এই মন্ডলী গুলোতে পবিত্র আত্মা কাজ করত তবে মন্ডলীর শিক্ষা এবং বাইবেলের সাথে কি সামঞ্জস্য থাকত না ? তাহলে এটা কি বিশ্বাস করা কষ্টকর যে প্রভুর দেওয়া পবিত্র আত্মার দানগুলি দেওয়া হয়েছিলো একটা সত্য শিক্ষাকে প্রচার করার জন্য নাকি একটি মিথ্যাকে প্রচার করার জন্য ? তথাপি, বার বার পঞ্চাশত্তমী মন্ডলী গুলোকে অনুসন্ধান করতে দেখি ঈশ্বরের বাক্যের মৌলিক সত্যকে প্রমান করতে।

পরীক্ষা ঃ

এই ধরণের কাজের জন্য প্রেরিত যোহন আমাদের এই পরীক্ষাটি প্রয়োগ করতে বলেনঃ

"প্রিয়তমেরা, তোমরা সকল আত্মাকে বিশ্বাস করিও না, বরং আত্মা সকলের পরীক্ষা করিয়া দেখ তাহারা ঈশ্বর হইতে কি না; কারণ অনেক ভাক্ত ভাববাদী জগতে বাহির হইয়াছে। ইহাতে তোমরা ঈশ্বরের আত্মাকে জানিতে পার; যে কোন আত্মা যীশু খ্রীষ্টকে মাংসে আগত বলিয়া স্বীকার করে, সে ঈশ্বর হইতে। আর যে কোন আত্মা যীশুকে

স্বীকার না করে, সে ঈশ্বর হইতে নয়; আর তাহাই খ্রীষ্টারির আত্মা, যাহার বিষয়ে তোমরা শুনিয়াছ যে, তাহা আসিতেছে, এবং সম্প্রতি তাহা জগতে আছে" (১ম যোহন ৪ঃ১-৩)।

যদিও এটা অনেককে আনন্দ দেবে না কারণ একটার পর একটা পঞ্চাশত্তমীর মন্ডলীগুলিকে সতর্ক ভাবে অনুসন্ধান বা তদন্ত করতে গিয়ে এই সত্যের মুখোমুখি করা যা প্রকাশ করবে যে, যারা পবিত্র আত্মায় পরিচালিত হবার দাবী করে তাদের ধর্ম বিশ্বাস বাইবেলের বিশ্বাস থেকে আলাদা । এই সর্বশেষ পরীক্ষাটি আমাদের সাবধানী হতে শেখায়, এর সাম্প্রতিক উদাহরণ হল; যখন এই বইটির পূর্ণ মুদ্রন প্রকাশ হল তখন একজন পঞ্চাশত্তমীর ভাই জোরালো ভাবে তার বিশ্বাস ঘোষনা করল যে, একজন সত্যিকারের বিশ্বাসী মরে গেলে তার আত্মা স্বর্গে যীশুর কাছে চিরতরের জন্য চলে যায় । তার নির্দেশিত পঞ্চাশত্তমীর বিশ্বাস শেষ বিচারের দিন এবং পুনরুত্থান সম্পর্কে কোন শিক্ষা দেয় না । (এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে বাইবেল কি বলে তা বিস্তারিত জানার জন্য এই সিরিজের অন্যান্য পুস্তিকা গুলো পাওয়ার জন্য শেষ পাতার ঠিকানায় আমাদের কাছে লিখুন।)

সারাংশ ঃ

ক) পঞ্চাশত্তমী মন্ডলীর দ্বারা আরোগ্য দান, পরভাষায় কথা বলা ও অন্যান্য দাবী ও তার প্রমান যথেষ্ট হয় (১১ ও ১২ পৃষ্ঠায় দেখুন)।

খ) পবিত্র আত্মার দান যে, প্রাথমিক বিশ্বাসীদের প্রজন্মের সাথে সাথে চলে গেছে, এটা বিশ্বাস করার অনেক গুলো বাইবেল ভিত্তিক কারণ আছে (১১ পৃষ্ঠা) ।

গ) যারা পবিত্র আত্মার দানের দাবী করে, দেখা যায় তাদের শিক্ষা ও বিশ্বাস হল অশাস্ত্রীয় ।

ঘ) "আরও জান, তুমি শিশুকাল অবধি পবিত্র শাস্ত্রকলাপ জ্ঞাত আছ, সেই সকল খ্রীষ্ট যীশু সম্বন্ধীয় বিশ্বাস দ্বারা তোমাকে পরিত্রাণের নিমিত্ত জ্ঞানবান করিতে পারে।" (২য় তীমথিয় ৩ঃ১৫) এই জন্য আজকে আমাদের পবিত্র আত্মার বিশেষ দানের প্রয়োজন নাই ।

যারা এই লেখা পড়বে তাদের হয়তো মনে হতে পারে যে, এই সচেতন প্রচেষ্টার মধ্যেদিয়ে খ্রীষ্টিয়ান জীবন ও অভিজ্ঞতা থেকে পবিত্র আত্মাকে বের করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে । এই ধরণের উপসংহার হবে মারাত্মক ভুল । অবশ্যই আজকের দিনেও পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে দিয়ে এবং বিশেষ করে তার বিশ্বস্ত লোকদের মধ্যে তার এই ধরণের কাজ চালিয়ে নিচ্ছে । এছাড়া পৌল কি বুঝিয়েছেন যখন তিনি প্রার্থনা করেন, "প্রত্যাশার ঈশ্বর তোমাদিগকে বিশ্বাস দ্বারা সমস্ত আনন্দে ও শান্তিতে পরিপূর্ণ করুন, যেন তোমরা পবিত্র আত্মার পরাক্রমে প্রত্যাশায় উপচিয়া পড়" (রোমীয় ১৫ঃ১৩)। এই স্বর্গীয় ক্ষমতা অম্প কিছু বিশ্বাসীর জীবনে সম্পূর্ন একটি ভিন্নতর বিষয়। পৌল পরর্বতী পদগুলোতে পরিষ্কারভাবে পার্থক্যটা কি তা তুলে ধরেছেন, যখন তিনি পবিত্র আত্মার চিহ্ন এবং আশ্চর্য্য কাজের বর্ণণা দিয়েছেন, "যিরূশালেম হইতে ইলুরিকা পর্যন্ত চারিদিকে আমি খ্রীষ্টের সুসমাচার সম্পূর্ণরূপে প্রচার করিয়াছি। নানা চিহ্ন ও অদ্ভুত লক্ষণ যাহা পবিত্র আত্মার পরাক্রমে সাধন করিয়াছি" (১৯পদ)। বর্তমানে বা আজকে উপরোক্ত ১৩পদ আমাদের জন্য হয়ত সুখের অভিজ্ঞতা হতে পারে কিন্তু পরবর্তীতে ১৯পদ নয়।

এটা মনে রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, আজকে পবিত্র বাইবেলের মধ্যে দিয়ে পবিত্র আত্মার স্পষ্ট ও সম্পূর্ণ পরিচালনা ও সাহায্য আসার সম্ভাবনা আছে । এই পুস্তিকায় এটা দেখানো হয়েছে যে, (৪ ও ৫ পৃষ্ঠায় দেখুন) পুরাতন নিয়মের শাস্ত্রগুলি এবং নতুন নিয়মের সুসমাচার এবং প্রেরিতদের চিঠি গুলি পবিত্র আত্মার নিয়ন্ত্রণে ও পরিচালনায় থাকা মানুষেরা লিখেছিলেন। এখানে বর্তমানে ঈশ্বরের বাক্য পবিত্র আত্মার মাধ্যমে সবচেয়ে ভাল এবং সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সাহায্য, কারণ তোমরা "পবিত্র শাস্ত্রকলাপ জ্ঞাত আছ, সেই সকল খ্রীষ্ট যীশু সম্বন্ধীয় বিশ্বাস দ্বারা তোমাকে

পরিত্রাণের নিমিত্ত জ্ঞানবান করিতে পারে।" (২য় তীমথিয় ৩ঃ১৫)। এটা প্রমানিত যে, যদি কোন বিশ্বাসী মনোযোগ সহকারে বাইবেল পড়ে এবং বোঝার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করেন, তবে খ্রীষ্টিয় জীবনের জন্য যা তার প্রয়োজন সবটা তিনি পেয়ে যাবেন। পবিত্র আত্মার আশ্চর্য্য দান গুলি তার জন্য প্রয়োজনীয় নয় । আমরা আরও দেখেছি যে, আজকের দিনে ঐগুলি আর সহজ লভ্য নয়। মন্ডলীর এ ক্ষমতা গুলির দাবীর ভিত্তি মারাত্মক ভুল।

আত্মার ফল - "প্রেম, আনন্দ, শান্তি, দীর্ঘসহিষ্ণুতা, মাধুর্য, মঙ্গলভাব, বিশ্বস্ততা, মৃদুতা, ইন্দ্রিয়দমন" (গালাতীয় ৫ঃ২২-২৩) একজন আন্তরিক খ্রীষ্টের শিষ্যের ইচ্ছা এবং উদ্দেশ্য এটাই হওয়া উচিৎ । আমাদের পবিত্র আত্মার দানের প্রয়োজন নাই এবং এ গুলো আমাদের সাথে আর নেই, সে গুলো আসবে না খ্রীষ্টর দ্বিতীয় আগমন না হওয়া পর্যন্ত ।

যারা পঞ্চাশত্তমীর ঐ দান গুলো পাওয়ার দাবী করে তাদের বাইবেল ভিত্তিক পরীক্ষার জন্য আরও

টীকা দেওয়া হল ঃ-

দ্বিতীয় বিবরণ পুস্তকে লেখা হয়েছে ইস্রায়েলের লোকদের কি ব্যবহার করা উচিত যারা দাবী করে যে, তারা ঈশ্বরের পবিত্র আত্মার শক্তিতে কথা বলে ।

প্রথমত ঃ ভাববাদী যে সমস্ত ভাববাণী বলেন তা কি সত্যিকারে পূরণ হওয়ার মধ্যে দিয়ে প্রমানিত হবে ? যদি ভাববাণী সত্যি অথবা সিদ্ধ না হয়; তাহলে ঐ ভাববাণীর কথা প্রভু বলেন নাই - এটা হবে ভাববাদীর দাম্ভিকতার কথা (অন্য কথায় ঈশ্বরের কর্তৃত্ব ছাড়া - দ্বিতীয় বিবরণ ১৮ঃ২২)। কিন্তু সেখানে একটা সম্ভাবনা ছিল যে, ভাববাদী একটু চালাকি করে আন্দাজের বা অনুমানের আশ্রয় নিয়ে তার শ্রোতাদের প্রতারণা করত ।

আর একটি পরীক্ষা ঃ "তোমার মধ্যে কোন ভাববাদী কিম্বা স্বপ্নদর্শক উঠিয়া যদি তোমার জন্য কোন চিহ্ন কিম্বা অদ্ভুত লক্ষণ নিরূপণ করে; এবং সেই চিহ্ন কিম্বা অদ্ভুত লক্ষণ সফল হয়, যাহার সম্বন্ধে সে তোমার অজ্ঞাত অন্য দেবতাদের বিষয়ে তোমাদিগকে বলিয়াছিল, আইস, আমরা তাহাদের অনুগামী হই ও তাহাদের সেবা করি, তবে তুমি সেই ভাববাদীর কিম্বা সেই স্বপ্নদর্শকের বাক্যে কর্ণপাত করিও না" (দ্বিতীয় বিবরণ ১৩ঃ১-৩)।

অন্য কথায় একটি ভাববাণী অথবা একটি চিহ্ন কার্য অথবা আশ্চর্য কাজ নিশ্চিত করে না যে, পবিত্র আত্মা কাজ করছে ।

শেষ পরীক্ষা হল ঃ - শিক্ষাগুলো কি সম্পূর্ণ সত্য এবং ঠিক ? তবে কিভাবে "পঞ্চাশত্তমী মন্ডলীর" দাবী গুলো এই পরীক্ষায় দাঁড়ায় ঃ-

প্রথমতঃ আধুনিক পবিত্র আত্মার ক্ষমতার দাবীকারীরা কি নির্ভূল ভাববাণী করতে পারে ? পর ভাষায় কথা বলা এবং আরোগ্য দানের ক্ষমতার প্রচুর দাবী আছে । কিন্তু কেউ কি কখনো ভাববাদী যিরমিয়ের "পঞ্চাশত্তমীর'' মত নির্ভূল ভাববাণী কোন ঘটনার একমাস আগে অথবা এক বছর আগে দিতে পারে ?

কিন্তু এমন কি এই ধরণের আসল উদাহরণ ও হয় তবে পঞ্চাশত্তমীর আন্দোলনের দাবী গুলো সঠিক পরীক্ষার সামনে দাঁড়াতে পারবে না । আগেই বর্ণনা করা হয়েছে (১৩ ও ১৪ পৃষ্ঠায়) যারা পবিত্র আত্মার দানের ক্ষমতার দাবী করে তারা অবশ্যই বাইবেলের একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য অথবা অন্য সত্য থেকে বিপথে চলে যায় ।

তাহলে আমরা কি উপসংহার টানতে পারি ?

হস্তার্পন বা মাথায় হাত রেখে প্রার্থনা - এটা খুব উপকারী হবে নতুন নিয়মের হস্তার্পনের বিভিন্ন উদাহরণ গুলোর সারাংশ করলে ।

১। <u>আরোগ্য দান ঃ</u>

ক) আমাদের প্রভুর অলৌকিক কাজ (মার্ক ৬ঃ৫ , লূক ৪ ঃ৪০)

খ) অননীয়ের দ্বারা শৌলের দৃষ্টি প্রাপ্তি (প্রেরিত ৯ঃ১২)

গ) পৌলের দ্বারা অসুস্থ মানুষের সুস্থ করণ (প্রেরিত ২৮:৮)

২। <u>স্বর্গীয় আর্শীবদের জন্য ঃ</u>

যীশুর দ্বারা ছোট ছেলে মেয়েদের আর্শীবাদ করণ (মথি ১৯ঃ১৩ ,১৫পদ)

৩। <u>মন্ডলীর বিশেষ কাজের জন্য ঃ</u>

ক) সাত জন পরিচালক (প্রেরিত ৬ঃ৬)

খ) পৌল ও বার্ণবারের মিশন প্রচার কার্য (প্রেরিত ১৩ঃ৩)

৪। <u>পবিত্র আত্মাকে জ্ঞাত করার জন্য ঃ</u>

ক) শমরীয় বিশ্বাসী (প্রেরিত ৮ঃ১৭-১৯)

খ) তীমথিয় (১ম তীমথিয় ৪ঃ১৪ , ২য় তীমথিয় ১ঃ৬)

উপরোক্ত ৪ নং প্যারাগ্রাফে এ বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছে যে, একমাত্র প্রেরিতদেরই পবিত্র আত্মার দানগুলো হস্তান্তর করার ক্ষমতা ছিল (১০ নং পৃষ্ঠায় দেখুন) । কিন্তু প্রথম দর্শনে ১ম তীমথিয় ৪ঃ১৪ পদ মনে হতে পারে ব্যতিক্রমী । কিন্তু ২য় তীমথিয় ১:৬ একই উপলক্ষ্য উলেখ করে যা দেখায় প্রেরিত পৌল ঐ অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহন করেছিল । অন্য প্রাচীনেরা এর অন্তর্গত ছিল কারণ পৌলের সাথে তীমথিয়কে একটি বিশেষ প্রচার কাজের জন্য পাঠান হয়েছিল । তুলনা করুন পৃষ্ঠায় নং ১৯ , ৩ নং প্যারাগ্রাফ ।

পুস্তিকাটি পড়ার পর আপনার উত্তরের জন্য কতকগুলি প্রশ্ন দেওয়া হল ঃ-

<u>পবিত্র আত্মার দানগুলো ঃ</u>

১। কেন প্রাথমিক মন্ডলীর সময় পবিত্র আত্মার দান গুলি সহজ লভ্য ছিল ?

২। পুরাতন ও নতুন নিয়মে ব্যবহৃত পবিত্র আত্মার কাজের উদাহরণ দেন।

৩। শাস্ত্রীয় প্রমান দেন যা দেখায় যে, পবিত্র আত্মার দান আজকে সহজ লভ্য নয় ।

৪। পবিত্র আত্মা কিভাবে আমাদের কাছে প্রকাশিত হয় ?

খ্রীষ্টাডেলফিয়ান বাইবেল স্টুডেন্টস্
পি ও বক্স নং৯০৫২, বনানী, ঢাকা, ১২১৩, **বাংলাদেশ** থেকে প্রকাশিত
পি ও বক্স নং১৭১১২, টলিগঞ্জ এইচ. ও., কলকাতা, ৭০০০৩৩, **ভারত**

The Gifts of the Holy Spirit
by Harry Whittaker

Published by:

Christadelphian Bible Students

P.O. Box 9052, Banani, Dhaka, 1213, **Bangladesh**

PO Box 17112, Tollygunge H.O., Kolkatta – 700033, **India**

This booklet is translated and published with the kind permission of the Christadelphian Bible Mission, C/O: 404 Shaftmore Lane, Birmingham, B28 8S2, England